উপজেলা অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Upazilla Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

খাদ্য অধিদপ্তরের যথাযথ উদ্যোগের ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ এবং বাজার মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। বিগত ০৩ বছরে কৃষকদের প্রণোদনা প্রদান ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে প্রায় ১৮৯২মেট্রিক টন ধান ও ১২১১০ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করাসহ মোট ১৪০০২ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয়। বিশেষ করে বোরো '২১ মৌসুমে সর্বোচ্চ সংখ্যক কৃষক ধানের ন্যায্যমূল্য পেয়েছে। এ সময় কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহে "কৃষকের অ্যাপ" চালু করা হয়েছে। ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র‍্যাডিং কর্মসূচি হিসাবে ২০১৬ সাল থেকে সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে অতিদরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশে ৫০ লাখ পরিবাররের মধ্যে নীলফামারী জেলায় সৈয়দপুর উপজেলায় ১৫৩৩৭ পরিবারের মধ্যে বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস প্রতি কেজি ১৫টাকা দরে প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০২০ সালে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে যে মাসে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অতিরিক্ত ০১ মাস চাল বিতরণ করা হয়েছে। এসডিজি এর ২ নম্বর লক্ষ্য (Zero Hunger) এর পুষ্টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG Target 2.1, 2.2) অর্জনে খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বল্প আয়ের তালিকাভুক্ত মানুষদের জন্য খাদ্য সহায়তা বাবদ পরিবার প্রতি বিশেষ ওএমএস চালু করা হয় এবং ১০ টাকা কেজি দরে মাসে ২০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্ত মানে ৩০ টাকা কেজি দরে ওএমএস খাতে চাল বিক্রয় করা হয়। খাদ্যশস্যের পরিবহন ও গুদাম ঘাটতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা ৬৭৫০ মেট্রিক টন।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বিদ্যমান দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণে কার্যকর খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা এবং সরকারি পরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী আপদকালীন আপদকালীন জলবায়ু সহিষ্ণু খাদ্য নিরাপত্তা মজুত ব্যবস্থাপনার Innovative উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

২০২৫ সালের মধ্যে গুদামের ধারণক্ষমতা ৭০০০ মে.টনে উন্নীতকরণ। অব্যাহত প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে পুষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন অন্তর্ভূক্ত করে নিম্ন আয়ের জনগণ বিশেষ করে তৈরি পোষাক শিল্প, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী, স্বল্প আয়ের বৃহৎ শিল্প শ্রমিক ও গ্রামীণ জনগণের জন্য নিয়মিত কর্মসূচিতে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ সময়োপযোগী করা এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বহুরব্যাপী সম্প্রসারণ করা। সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বিতরণ কার্যক্রম ও অফিস ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল সিস্টেম প্রবর্তন। খাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ এবং ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় খাদ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ১৫ টাকা কেজি দরে ৩০৬৭৪ পরিবারের মধ্যে ৯২০,০০০ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ; (খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর বিতরণ দ্বিগুন করার বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে)
- কৃষকদের প্রণোদনা মূল্য প্রদান এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ৬৭৫০ মে.টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ;
- বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ও স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিরতণ কর্মসূচীতে ৬০০০ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ;
- বাজারমূল্য স্থিতিশীল ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য ওএমএস খাতে ১৫০০ মে.টন খাদ্যশস্য বিতরণ;
- গুদামের ধারণক্ষমতা ৭০০০ মে. টনে উন্নীতকরণ।

CamScanner